বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন
বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনীসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের
হিসাব সম্পর্কিত

অর্থ বছর ঃ- ২০০৬-২০০৭

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৯
৮.	অডিটের সুপারিশ	১১
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	১৩
১০.	Abbreviation & Glossary	১৫
১১.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০১ ঃ টেন্ডার সিডিউল বিক্রীত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	১৭
১২.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০২ ঃ সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	১৮
১৩.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৩ ঃ মেডিক্যাল স্টোর এর নিলামকৃত মালামালের প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমা না করায় ক্ষতি ।	১৯
১৪.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৪ ঃ সিএনই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	২০
১৫.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৫ ঃ ইজারাদের নিকট থেকে ক্যান্টিন লীজের মানি/আবাদি জমি হতে আয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি ।	২১
১৬.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৬ ঃ ব্যর্থ সরবরাহকারীর দায়দায়িত্বে মালামাল ক্রয় না করায় ক্ষতি।	২২
১৭.	অনুচ্ছেদ নম্বর-৭ ঃ ক্যান্টিনের জন্য স্থাপনা ভাড়া আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	২৩
১৮.	অনুচ্ছেদ নম্বর-৮ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে Star Rate নির্ধারণ করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	২৪
১৯.	অনুচ্ছেদ নম্বর-৯ ঃ বালু মিশ্রিত খোয়া বিছানোর কাজে অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ।	২৫
২০.	অনুচ্ছেদ নম্বর-১০ ঃ আর সি সি ফেয়ার ফেস কাজে স্টার রেইট নির্ধারণে রিসেল ভ্যালু কম দেখানোর ফলে ক্ষতি।	২৬
২১.	অনুচ্ছেদ নম্বর-১১ ঃ স্টার রেইট নির্ধারণে অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ।	২৭
২২.	অনুচ্ছেদ নম্বর-১২ ঃ আসবাবপত্র উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাট কম হারে আদায় করায় সরকারের ক্ষতি।	২৮
২৩.	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩ ঃ বকেয়া বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিল আদায় না করার ফলে সরকারের ক্ষতি।	২৯
২৪.	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৪ ঃ জমির বার্ষিক রেন্ট ও ভূমি উন্নয়ন কর/জমির লীজ মানি আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	৩০
২৫.	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৫ ঃ সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদারকে লভ্যাংশ (সিপিসি) প্রদান করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়।	৩১
২৬.	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৬ ঃ পিসিপিতে অনুমোদিত আইটেম রেইট অপেক্ষা উচ্চমূল্যে আসবাবপত্রের বিল পরিশোধ করায় অতিরিক্ত ব্যয়।	৩২
২৭.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩২

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

আহমেদ আতাউল হাকিম

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ১২-৮-১৪১৬ বঙ্গাব্দ

২৬-১১-২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনীসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাপূর্বক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, হিসাব রক্ষণে অনিয়ম, অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা, চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম, রাজস্ব আয় নির্ধারিত খাতে জমা না করা, অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে অনিয়মসমূহ সংঘটিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রতিরক্ষা সার্ভিসের বিভিন্ন ইউনিট ফরমেশন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি বিধি বিধান প্রতিপালনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আরও নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

ঢাকা
তারিখ ঃ ---------- বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ

(ওয়াজির আহ্‌মেদ ফাতেহ)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	টেন্ডার সিডিউল বিক্রীত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	৬,৪৯,৯৫০/-
০২	সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	২,২৭,৩৬,০৮৮/-
০৩	মেডিক্যাল স্টোর এর নিলামকৃত মালামালের প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমা না করায় ক্ষতি ।	১,৭৩,৯৪৬/-
০৪	সিএনই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	৪,৪২,৯৭৭/-
০৫	ইজারাদের নিকট থেকে ক্যান্টিন লীজের মানি/আবাদি জমি হতে আয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি ।	২,০১,১২০/-
০৬	ব্যর্থ সরবরাহকারীর দায়দায়িত্বে মালামাল ক্রয় না করায় ক্ষতি।	৯৫,৮৮,৮০০/-
০৭	ক্যান্টিনের জন্য স্থাপনা ভাড়া আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	২,২৮,০০০/-
০৮	বিধি বহির্ভূতভাবে Star Rate নির্ধারণ করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৫,৫৮,৫৫৯/-
০৯	বালু মিশ্রিত খোয়া বিছানোর কাজে অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ।	৩,১৭,২২৮/-
১০	আর সি সি ফেয়ার ফেস কাজে স্টার রেইট নির্ধারণে রিসেল ভ্যালু কম দেখানোর ফলে ক্ষতি।	৫,৪৬,৭৪৫/-
১১	স্টার রেইট নির্ধারণে অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ।	৪,০৭,১৬৭/-
১২	আসবাবপত্র উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাট কম হারে আদায় করায় সরকারের ক্ষতি।	৩,৫৬,০৫৩/-
১৩	বকেয়া বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিল আদায় না করার ফলে সরকারের ক্ষতি।	২৮,৭২,৭১৯/-
১৪	জমির বার্ষিক রেন্ট ও ভূমি উন্নয়ন কর/জমির লীজ মানি আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	১,১৬,৫৯,৭৪০/-
১৫	সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদারকে লভ্যাংশ (সিপিসি) প্রদান করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়।	১৭,৩৯,৬০২/-
১৬	পিসিপিতে অনুমোদিত আইটেম রেট অপেক্ষা উচ্চমূল্যে আসবাবপত্রের বিল পরিশোধ করায় অতিরিক্ত ব্যয়।	৭,৭৯,৮২৫/-
	সর্বমোট =	৫,৩২,৫৮,৫১৯/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০০৬-২০০৭।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্ত:বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট সমূহ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ আর্থিক ও নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।
(Financial & Compliance Audit)

নিরীক্ষার সময় ঃ ১৬-১০-২০০৭ হতে ১০-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় যাচাই ।
(Local Audit by Sampling)

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন ঃ

(১) জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দীন, মহাপরিচালক
(২) জনাব আবুল কালাম, পরিচালক
(৩) জনাব নাইমুল হক, উপ-পরিচালক
(৪) জনাব সাঈদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, উপ-পরিচালক
(৫) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম সরকার, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
(৬) জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ তালুকদার, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
(৭) জনাব মোস্তারী জাহান, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
(৮) জনাব মোঃ নূরুল আমিন মজুমদার, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
(৯) জনাব শাহীন মোঃ মোজাম্মেল হক, এস এ এস সুপারিনটেনডেন্ট
(১০) জনাব আঃ বারেক মোড়ল, এস এ এস সুপারিনটেনডেন্ট
(১১) জনাব আবুবকর সিদ্দীক, এস এ এস সুপারিনটেনডেন্ট
(১২) জনাব মুহঃ খোরশেদ আলম, অডিটর
(১৩) জনাব সৈয়দ আবু জাফর, অডিটর
(১৪) জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান, অডিটর
(১৫) জনাব সৈয়দ মফিজুর রহমান, জুনিয়র অডিটর

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

√ দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

√ হিসাব রক্ষণে অনিয়ম।

√ অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

√ বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।

√ অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আদেশ বা বিধি প্রতিপালনে ব্যর্থতা।

√ চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম।

√ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করা।

√ সরকারি অর্থ আদায় না করা।

√ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব কম হারে আদায় করা।

অডিটের সুপারিশ

√ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায়।

√ অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ।

√ আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন।

√ নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা উত্তরণকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদ সমূহ)

Abbreviation & Glossary

এ রিপোর্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

১) এ এফ ডি = আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন।

২) এ জি ই = এসিস্ট্যান্ট গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার।

৩) বি এন এস=বাংলাদেশ নেভাল শীপ।

৪) সি.পি.সি (কন্ট্রাক্টরস্ পার্সেন্টেজ) = সিডিউলে বর্ণিত কাজ বা দ্রব্যের মূল্যের উপর ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত উর্ধ্বহার/নিম্নহার বুঝায়।

৫) সি এম ই এস = কমান্ড্যান্ট অব মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস।

৬) সি এন ই= সিভিলিয়ান নন-এনটাইটেলমেন্ট।

৭) ডি ডব্লিউ এন্ড সি ই = ডাইরেক্টরেট অব ওয়ার্কস এন্ড চীফ ইঞ্জিনিয়ার।

৮) ডি জি ডি পি = ডাইরেক্টর জেনারেল ডিফেন্স পারচেজ।

৯) ডি জি এম এস= ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিক্যাল সার্ভিসেস।

১০) ডি পি = ডিফেন্স পারচেজ।

১১) ডি এস সি এন্ড এস সি = ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ।

১২) ই-ইন-সি = ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চীফ।

১৩) এফ আর= ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশন।

১৪) জি ই = গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার।

১৫) এল সি = লেটার অব ক্রেডিট।

১৬) এম ই এস রেগুলেশনস্ =মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস রেগুলেশনস্ (এটি পূর্ত কাজের বিধি পুস্তক হিসেবে গণ্য)।

১৭) এম সি ও = মিসিলিনিয়াস চার্জিং অর্ডার।

১৮) পি জি = পারফরমেন্স গ্যারান্টি।

১৯) এস এফ সি = সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার।

২০) ষ্টার রেইট = ঠিকাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কোন আইটেমের মূল্য সিডিউলে না থাকলে ঠিকাদারের দায়পরিশোধ করার জন্য দ্রব্যাদির বাজার দরের সাথে ঠিকাদারের প্রাপ্য টাকার হার (সি.পি.সি.) সহ যে দর নির্ধারণ করা হয়।

২১) টি ও এন্ড ই = টেবিল অব অর্গানাইজেশন এন্ড ইকুইপমেন্ট।

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনামঃ টেন্ডার সিডিউল বিক্রীত ৬,৪৯,৯৫০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- এরিয়া হেড কোয়ার্টার, বগুড়া সেনানিবাস-এর ২০০৪-০৭ সালের হিসাব ২৮/১১/২০০৭ খ্রিঃ হতে ০৬/১২/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০০৪-২০০৭ সালে টেন্ডার সিডিউল বিক্রি রেজিস্টার অনুযায়ী টেন্ডার সিডিউল বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত মোট ৬,৪৯,৯৫০/- টাকা সরকারী কোষাগারে জমা/টি,আর করা হয়নি (পরিশিষ্ট "ক")।
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৯/৭/২০০২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-অডিট-০৬/ডি-২০/২০০২/বিবিধ/৮২৩ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক টেন্ডার সিডিউল বিক্রীত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করার নিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সিডিউল ফরম বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত টাকা তাৎক্ষণিকভাবে সেনাসদরের নির্দেশ মোতাবেক সেনাসদরে প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টেন্ডার সিডিউল বিক্রির টাকা সেনা সদরে প্রেরণের বিষয়টি জানানো হলেও সেনাসদর কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৮-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়- এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- টেন্ডার সিডিউল বিক্রির টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশ সেনা বাহিনী

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনামঃ সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত ২,২৭,৩৬,০৮৮/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- সি এম এইচ,ঢাকা, কুমিল্লা, মোমেনশাহী, বগুড়া এবং রংপুর সেনানিবাস- এর ২০০৩-২০০৭ এবং ২০০৬-০৭ সালের হিসাব ২২-৭-২০০৭খ্রিঃ হতে ১০-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সি এন ই (Civilian non Entitlement) রোগীদের নিকট হতে চিকিৎসা ও বিভিন্ন ফি বাবদ মোট ২,২৭,৩৬,০৮৭/৯০ টাকা প্রাপ্ত হয় (পরিশিষ্ট-"খ") যা ডিজিএমএস ও সেনাসদর-এর নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নরূপে বন্টণ করা হয়েছে ঃ
  - ⇒ (ক) সরকারি শেয়ার ৩৫%
  - ⇒ (খ) গবেষণা ও উন্নয়ন (DGMS) ১৫%
  - ⇒ (গ) বিশেষজ্ঞ শেয়ার ৩০%
  - ⇒ (ঘ) স্টাফ শেয়ার ১০%
  - ⇒ (ঙ) সার্ভিস চার্জ ১০%
- সরকারি সিদ্ধান্ত ব্যতীত উক্ত টাকা বন্টন অনিয়মিত হয়েছে।
- সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ বন্টনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় বা সরকারের কোন অনুমোদন নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ডিজিএমএস ও সেনাসদর এজি'র শাখা পত্র নং- ৭৬৩১/৮৩/পি/ডিএমএস/সেড-২ তাং-১১/৬/২০০৩ খ্রিঃ এর নির্দেশনা মোতাবেক সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা ব্যতীত উল্লেখিত অর্থ বন্টন করা যায় না।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩০-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৬-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া অনিয়মিতভাবে বন্টণকৃত ৬৫% (১৫%+৩০%+১০%১০%) বাবদ ২,২৭,৩৬,০৮৭/৯০ টাকা সরকারি খাতে জমা ও হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনামঃ মেডিক্যাল স্টোর এর নিলামকৃত মালামালের প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমা না করায় ক্ষতি ১,৭৩,৯৪৬/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- সি এম এইচ, ঢাকা সেনানিবাস- এর ২০০৬-০৭ সালের হিসাব ২২/৭/২০০৭ খ্রিঃ হতে ৯/৮/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে নিলাম সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মেডিক্যাল স্টোর-এর বিভিন্ন অকেজো মালামাল মোট ১,৮৩,৯৪৬/- টাকা নিলামে বিক্রি করা হয়। তন্মধ্যে মাত্র ১০,০০০/- টাকা সরকারী খাতে জমা করা হয়েছে। অবশিষ্ট (১,৮৩,৯৪৬-১০,০০০) =১,৭৩,৯৪৬/- টাকা অদ্যাবধি জমা করা হয়নি (পরিশিষ্ট "গ")।
- এফ আর পার্ট-২ এর রুল-২ এবং ট্রেজারী রুল্স ৭(১) মোতাবেক সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমাযোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উক্ত টাকার আনুষঙ্গিক খরচ বাদে ১০,০০০/- টাকা জমা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত খরচ করা যায় না। সুতরাং অবশিষ্ট (১,৮৩,৯৪৬-১০,০০০)=১,৭৩,৯৪৬/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩০-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২২-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশ সেনা বাহিনী

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম ঃ সিএনই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৪,৪২,৯৭৭/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- সিএমএইচ ঢাকা সেনানিবাসের ২০০৬-২০০৭ সালের হিসাব ২২-৭-২০০৭ খ্রিঃ হতে ০৯/৮/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, জুলাই/০৬ হতে জুন/০৭ পর্যন্ত সময়ে সিএনই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ১,৯৬,৮৭,৮৭৫/৪৮ টাকা।
- সিএনই রোগীদের সেবা খাতে প্রাপ্ত অর্থের উপর (১,৯৬,৮৭,৮৭৫/৪৮ টাকার উপর ২.২৫% হারে) ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৪,৪২,৯৭৭/২০ টাকা যা আদায়যোগ্য।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর পত্র নং ২৬/মূসক/৯৭ তারিখ ২৪/৮/১৯৯৭ খ্রিঃ এর নির্দেশনা এবং বাংলাদেশ গেজেট ১২/৬/২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সীট ভাড়া, খাবার পরিবেশনের উপর চার্জ, অপারেশন থিয়েটার চার্জ, অস্ত্রোপচারের জন্য প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ২.২৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এতদসংক্রান্ত নীতিমালা ডিজিএমএস কর্তৃক প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর নির্দেশনা অনুযায়ী সেবা খাতে বিবিধ আইটেমে ভ্যাট কর্তন করার বিধান থাকা সত্ত্বেও উহা পরিপালন না হওয়ায় উক্ত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩০-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ৪,৪২,৯৭৭/২০ টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম ঃ ইজারাদারদের নিকট থেকে ক্যান্টিন লীজের মানি/আবাদি জমি হতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি ২,০১,১২০/- টাকা ।

বিবরণ ঃ

- 'বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা, গাজীপুর ক্যান্ট ও ১১১ পদাতিক ব্রিগেড, বগুড়া সেনানিবাস এর ২০০৫-০৬ ও ২০০৩-০৬ সালের হিসাব যথাক্রমে ২১-৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৮-৬-২০০৭ খ্রিঃ এবং ১৮-৩-০৭ খ্রিঃ হতে ২০-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে জেনারেল ল্যান্ড রেজিষ্টার ও জমি ইজারা সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র/ নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্যান্টিন ও আবাদি জমি সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন পূর্বক ইজারা প্রদান করা হয়েছে।
- চুক্তিপত্র অনুযায়ী ইজারাদারদের নিকট হতে ক্যান্টিন/আবাদি জমি লীজ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। ফলে ইজারাদারদের নিকট হতে ক্যান্টিন লীজের মানি/আবাদি জমি হতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ২,০১,১২০/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- "ঘ")।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা পূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অদ্যাবধি আপত্তি নিষ্পত্তি বা আপত্তিকৃত অর্থ আদায় ও হিসাবভূক্তি সংক্রান্ত কোন অগ্রগতি এই কার্যালয়কে অবহিত করা হয়নি।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩০-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ২,০১,১২০/- টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম ঃ ব্যর্থ সরবরাহকারীর দায়দায়িত্বে মালামাল ক্রয় না করায় ৯৫,৮৮,৮০০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা, গাজীপুর ক্যান্ট এর ২০০৫-০৬ সালের হিসাব ২১-৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৮-৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মেসার্স তাসনীম ই ফেরদৌস-কে ১ নং চুক্তিপত্রের মাধ্যমে (ক) জি এম সি এস স্ট্রীপ, সাইজ ৩.১ মোট= ৬৪০০০ কেজি ১৩০.৩০ টাকা দরে এবং (খ) জি এম সি এস স্ট্রীপ সাইজ ০.৯৯ ১৩৮.৫০ টাকা দরে মোট ৪৮০০০ কেজি পত্র নং বিওএফ /ক্রয়/৭৮/৪৮৫৬/এস পি/ডি/২০০৫-০৬ তারিখ ১৮/১০/২০০৫ এর মাধ্যমে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়।

- দরপত্রের নির্দেশাবলী/শর্ত অনুঃ ঝ(২) জরিমানা (২) শর্ত মোতাবেক চুক্তিবদ্ধ মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে ব্যর্থ সরবরাহকারীর দায়-দায়িত্বে মালামাল ক্রয় করতে হবে এবং বাড়তি অর্থ ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য। চুক্তি মোতাবেক ১৮-৩-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলেও মেসার্স তাসনীম ই ফেরদৌস এর দায়-দায়িত্বে মালামাল ক্রয় না করে ২নং চুক্তির মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করায় দ্বিতীয় ক্রয়ে মূল্য পার্থক্য যথাক্রমে-
  (২০১-১৩০.৩০)= ৭৯.৭০×৬৪০০০ কেজি =৫১,০০,৮০০/- টাকা এবং
  (২৩২-১৩৮.৫০)=৯৩.৫০×৪৮০০০ কেজি =৪৪,৮৮,০০০/- টাকা সহ মোট ৯৫,৮৮,৮০০/- টাকা সরকারি অর্থের ক্ষতি হয়। যা মেসার্স তাসনীম ই ফেরদৌস হতে আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আলোচ্য ক্ষেত্রে Risk Purchase করা যায় না। কেননা মালামাল দেশীয়ভাবে ক্রয় করা যায় না।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- কর্তৃপক্ষের Risk Purchase এর মন্তব্যটি বিধি সম্মত বিবেচিত হয় না।
- চুক্তিপত্র বা দরপত্রের শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ না করার ফলে সরকারের উক্ত আর্থিক ক্ষতি হয়।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৯-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০২-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৪-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ৯৫,৮৮,৮০০/- টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনাম ঃ ক্যান্টিনের জন্য স্থাপনা ভাড়া আদায় না করায় সরকারের ২,২৮,০০০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বি এন এস হাজী মহসীন, ঢাকা সেনানিবাস এর ২০০৫-০৬ সালের হিসাব ০৮/৪/২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৭/৪/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ক্যান্টিন ঠিকাদার মোহন এবং খাদেম যথাক্রমে ৭/২০০৫ হতে ১২/২০০৫ এবং ০১/২০০৬ হতে ৬/২০০৬ পর্যন্ত বিদ্যুৎ +পানি+গ্যাস বিল নিয়মিত পরিশোধ করছে। কিন্তু ক্যান্টিনের জন্য একটি বিল্ডিং স্থাপনা ভাড়া দেয়া হলেও ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমা করা হয়নি। রেকর্ডপত্র পরীক্ষান্তে দেখা যায় ক্যান্টিনের ঠিকাদার জনাব খাদেম এর নিকট থেকে মাসিক ১৯,০০০/- টাকা হারে তা ভাড়া নেয়া হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ চুক্তিপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র উপস্থাপনেও অনীহা প্রকাশ করেন।
- সরকারি জায়গায় সরকারি স্থাপনায় ক্যান্টিন ভাড়া দেয়ায় এর ভাড়া সরকারের প্রাপ্য।
- তাছাড়া Military Land Manual এর অনুচ্ছেদ নং ১১ ও ১৬ মোতাবেক সেনানিবাসের ভূমি/স্থাপনার আয়ের অর্থ সরকার প্রাপ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোন মন্তব্য প্রদান করেননি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিধি মোতাবেক ক্যান্টিন ভাড়া বাবদ এক বৎসরে আদায়কৃত (১৯,০০০×১২)= ২,২৮,০০০/- টাকা সরকারি খাতে জমা ও হিসাবভুক্ত হওয়া আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৪-৫-২০০৭ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ২,২৮,০০০/- টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস

অনুচ্ছেদ নং-৮

শিরোনাম ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে **Star Rate** নির্ধারণ করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৫,৫৮,৫৫৯/- টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

- জিই (আর্মি) প্রজেক্ট (নর্থ) ঢাকা সেনানিবাস এবং জিই(আর্মি) মিরপুর সেনানিবাস এর ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-০৭ সালের হিসাব যথাক্রমে ১৬-১০-২০০৬ খ্রিঃ হতে ০৯-১১-২০০৬ খ্রিঃ এবং ২৭-১-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৪-২-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা হয়।
- নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র, নকশা, এম বি এবং আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, কাজের স্টার রেট নির্ধারণের সময় স্টোর হতে ইস্যুকৃত গ্রে-সিমেন্ট এম ই এস কর্তৃক সরবরাহ সত্বেও তার মূল্যের উপর সিপিসি প্রদান করা হয়েছে যা ঠিকাদার প্রাপ্য নয়। বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেখানো হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জবাবে আপত্তি সঠিক বলে মন্তব্য করে টাকা আদায় করে জানানো হবে উল্লেখ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব মোতাবেক Star Rate এর উপর অনিয়মিতভাবে প্রদত্ত সিপিসি বাবদ পরিশোধিত অর্থ আদায় পূর্বক টি,আর করা আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি অর্থ আদায়ের কোন প্রমাণক প্রেরিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস

অনুচ্ছেদ নং-৯

শিরোনাম ঃ বালু মিশ্রিত খোয়া বিছানোর কাজে অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩,১৭,২২৮/- টাকা ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

- ডি ডব্লিউ এন্ড সি ই (আর্মি) ঢাকা- এর অধীনস্থ এজিই (আর্মি) খাগড়াছড়ি কার্যালয়ের ২০০৫-০৬ সালের হিসাব ১৪-০৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২২-০৩-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বালু মিশ্রিত খোয়া বিছানোর কাজে অদক্ষ শ্রমিক ব্যতীত দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন নেই।
- ২০০৫ সালের এম ই এস সিডিউল অব রেইটস এর আইটেম ২-১০ এর এনালাইসিস এ উক্ত কাজে শুধুমাত্র অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা আছে।
- কিন্তু দক্ষ শ্রমিকের মূল্য স্টার রেইটে যুক্ত করে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় ৩,১৭,২২৮/৪৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট "চ")।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তি সঠিক, টাকা আদায় করে জানানো হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তি মোতাবেক অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ আদায়যোগ্য ।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি অর্থ আদায় বিষয়ে কোন তথ্য প্রেরিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম ঃ আর সি সি ফেয়ার ফেস কাজে স্টার রেইট নির্ধারণে রিসেল ভ্যালু কম দেখানোর ফলে ৫,৪৬,৭৪৫/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ডি ডব্লিউ এন্ড সি ই (আর্মি), ঢাকা-এর অধীনস্থ জিই(আর্মি) মিরপুর সেনানিবাস-এর ২০০৬-০৭ সালের হিসাব ২৭-০১-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৪-০২-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, আর সি সি (১ঃ১.৫ঃ৩) ফেয়ার ফেস কাজে স্টার রেইট নির্ধারণে রিসেল ভ্যালু কম দেখানো হয়েছে। ফলে পরিশিষ্ট "ছ" অনুযায়ী ঠিকাদারকে ৫,৪৬,৭৪৪/৭৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। যা' আদায় ও হিসাবভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- চুক্তিপত্রের সাধারণ শর্তাবলী ২২৪৯ অনুচ্ছেদ নং ৬২ এবং ৬৭(৪) মোতাবেক স্টার রেইট করা হয়েছে। যা' সিএমইএস কর্তৃক অনুমোদিত।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সিএমইএস এর অনুমোদিত দর অপেক্ষা বিধিবহির্ভূত অতিরিক্ত দরে পরিশোধ করায় সরকারের ৫,৪৬,৭৪৪/৭৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম ঃ স্টার রেইট নির্ধারণে অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪,০৭,১৬৭/- টাকা ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

- জিই(আর্মি) প্রজেক্ট (নর্থ) ঢাকা সেনানিবাস -এর ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১৬-১০-২০০৬ হতে ০৯-১১-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের ডরমেটরী ভবন ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণে টাইলস স্থাপন কাজের মূল্য স্টার রেইটে পরিশোধ করা হয়।
- স্টার রেইটে দর/ব্যয় ইত্যাদিতে টাইলস স্থাপন কাজে সিডিউল নির্ধারিত দরের চেয়ে বেশী মূল্য পরিশোধ করায় ৪,০৭,১৬৬/৯২ টাকা ক্ষতি যা আদায়যোগ্য (পরিশিষ্ট "জ")।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তিটির জবাব পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সিডিউল রেইট বহির্ভূত শ্রমিক নিয়োগ ও স্টার রেইটে মজুরী প্রদান করায় ৪,০৭,১৬৬/৯২ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ করা হয়েছে।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০১-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২২-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম ঃ আসবাবপত্র উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাট কম হারে আদায় করায় সরকারের ৩,৫৬,০৫৩/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ডিডব্লিউএন্ডসিই (আর্মি/নেভী) ঢাকা এর আওতাধীন জিই(নৌ) বনানী এবং এজিই(আর্মি) জয়পুরহাট অফিসের ২০০৫-০৬ সালের হিসাব ২০-১১-২০০৬ হতে ০৫-১২-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসবাবপত্রের মূল্য বাবদ মোট পরিশোধিত অর্থের উপর ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট "ঝ")।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা মূল্য সংযোজন কর, প্রজ্ঞাপন এসআর ও নং-১৭৩/আইন/২০০৪/৪১৯ মূসক তারিখ:-১০/৬/২০০৪ খ্রি: মোতাবেক সেবা প্রদানকারী আসবাবপত্র বিপণন/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে উৎপাদন পর্যায়ে ৪.৫% ও বিপণন পর্যায়ে ১.৫% মোট ৬% হারে ভ্যাট আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ৬% এর স্থলে ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আদেশের কপি না থাকায় চুক্তি অনুযায়ী ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।
- ভ্যাট কর্তন ইউএ, জিই এর এখতিয়ারভুক্ত।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জুন'২০০৪ মাসে ইস্যুকৃত রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলার/এসআরও ২০০৫ সালেও না পাওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।
- জিই, বিল মঞ্জুর ও পরিশোধকারী কর্মকর্তা । ভ্যাট কর্তন ইউএ, জিই এর এখতিয়ারভুক্ত মন্তব্য সঠিক নয়।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২-৪-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম ঃ বকেয়া বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিল আদায় না করার ফলে সরকারের ক্ষতি ২৮,৭২,৭১৯/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- ডি ডব্লিউ এন্ড সি ই এর আওতাধীন বিভিন্ন জিই এবং এজিই কার্যালয় সমূহের ২০০৫-২০০৬ ও ২০০৬-২০০৭ সালের হিসাব বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে সংরক্ষিত বিদ্যুৎ বিল/রেন্ট বিল লেজার হতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ব্যবহারকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস ও পানির বিল বাবদ মোট ২৮,৭২,৭১৯.৪৯ টাকা অনাদায়/বকেয়া রয়েছে (পরিশিষ্ট "ঞ")।
- এমতাবস্থায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল বাবদ মোট ২৮,৭২,৭১৯.৪৯ টাকা আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- সরকারের পক্ষে পাওনা/বকেয়া বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস ও পানির বিল আদায় না করায় সরকারের ২৮,৭২,৭১৯.৪৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করা সংক্রান্ত অগ্রগতি অডিটকে অবহিত করা হয়নি।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২-৪-২০০৭ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সত্বর আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম ঃ জমির বার্ষিক রেন্ট ও ভূমি উন্নয়ন কর/জমির লীজ মানি আদায় না করায় সরকারের ১,১৬,৫৯,৭৪০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- এম ই ও বগুড়া, বগুড়া সেনানিবাস এর ২০০৪-২০০৬ সালের হিসাব ১৮-২-২০০৭ হতে ০১-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে জেনারেল ল্যান্ড রেজিষ্টার ও জমি ইজারা সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেনানিবাসের জমি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট ইজারা প্রদান করা হয়েছে।
- চুক্তিপত্র অনুযায়ী বার্ষিক রেন্ট ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়নি। ফলে ইজারাদের নিকট জমির বার্ষিক রেন্ট ও ভূমি উন্নয়ন কর/জমির লীজ মানি বাবদ ১,১৬,৫৯,৭৪০/৪০ টাকা অনাদায় রয়েছে (পরিশিষ্ট "ট")।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা পূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অদ্যাবধি আপত্তিকৃত অর্থ আদায় ও হিসাবভুক্তি করা সংক্রান্ত অগ্রগতি অডিটকে অবহিত করা হয়নি।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৯-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৩-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৫

শিরোনাম ঃ সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদারকে লভ্যাংশ (সিপিসি) প্রদান করায় সরকারের ১৭,৩৯,৬০২/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- জিই (আর্মি) কুমিল্লা, জিই (আর্মি) মিরপুর এবং এজিই (বিমান) বারপুর বগুড়ার যথাক্রমে ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭ সালের হিসাব ১২-১১-২০০৬ হতে ৩১-৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র, চূড়ান্ত বিল ভাউচার, ষ্টোর ষ্টেটমেন্ট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সরকারীভাবে সরবরাহকৃত সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদারকে চুক্তিবদ্ধ লভ্যাংশ (সিপিসি) প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও প্রদান করা হয়েছে। এতে (১৬,০১,২২৩.৫০+১,১৮,৬৫০.০০+১৯,৭২৮.৯২)= ১৭,৩৯,৬০২.৪২ টাকা সরকারের ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট "ঠ")।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঠিকাচুক্তি গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিমেন্টসহ সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় সিমেন্টের মূল্য বাদ দিয়ে ঠিকাদারকে প্রদান সম্ভব নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সিমেন্ট সরকারিভাবে সরবরাহ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদার সিপিসি প্রাপ্য নয়।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২০-৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস

অনুচ্ছেদ নং-১৬

শিরোনাম ঃ পিসিপি তে অনুমোদিত আইটেম রেইট অপেক্ষা উচ্চমূল্যে আসবাবপত্রের বিল পরিশোধ করায় ৭,৭৯,৮২৫/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- এজিই (আর্মি) জয়পুরহাট এর জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজের ২০০৫-০৬ সালের হিসাব ২০-১১-২০০৬ হতে ০৫-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্ট "ড" তে উল্লেখিত চুক্তিপত্রের চূড়ান্ত বিল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পরীক্ষা করা হয়।
- চুক্তিপত্রের সিডিউল 'এ' এর মালামালের আইটেম রেট যাচাই করে দেখা যায় ১৭/২/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে পিসিপিতে অনুমোদিত আইটেম রেইটে চুক্তি না করে ৩০/১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সংশোধিত পিসিপিতে (আর ডিপিপি) এর আইটেম রেইটের উচ্চমূল্যে চুক্তি সম্পাদন করতঃ বিল পরিশোধ করায় ৭,৭৯,৮২৫/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।
- অনিয়মিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করে পরিশোধিত অতিরিক্ত মূল্য বাবদ ৭,৭৯,৮২৫/- টাকা আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট আসবাবপত্রসমূহ টাইপ প্লানভুক্ত না হওয়ায় অনুমান নির্ভর মূল্য পিসিপিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী সেনাসদর, ই-ইন-সি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর নক্শা প্রস্তুত, অনুমোদন ও ঠিকাচুক্তি সম্পাদন করেন। আসবাবপত্র সমূহ বাজার দর পিসিপিতে অনুমোদিত মূল্য অপেক্ষা বেশী হওয়ায় পরবর্তীতে আরডিপিপি এর মাধ্যমে একনেক কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পিসিপিতে অনুমান নির্ভর মূল্য উল্লেখ করা হলেও ৩০-০১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত আরডিপিপি এর উচ্চমূল্যে পূর্বের তারিখে (অর্থাৎ ৩০-৫-২০০৫, ৩১-০৫-২০০৫, ২৭-৬-২০০৫ এবং ২৯-৬-২০০৫) সম্পাদিত চুক্তিপত্রের উক্ত উচ্চ রেট দেখানোর ফলে ৭,৭৯,৫২৮/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ পর্যন্ত আরডিপিপি অনুমোদিত না হওয়ায় উক্ত তারিখে সম্পাদিত চুক্তিপত্র পিসিপিতে উল্লেখিত রেইটে করা হলে সরকারের ৭,৭৯,৮২৫/- টাকা সাশ্রয় হতো।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩১-০১-২০০৭ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

০৮-৮-১৪১৬ বঙ্গাব্দ

তারিখ ঃ ------------------------

২২-১১-২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

(ওয়াজির আহ্‌মেদ ফাতেহ)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর